তৃতীয় বিশ্বের নারী

স্বাতী আহমেদ

আমাকে অনার্সের প্রজেক্ট হিসেবে একটি কিছু তৈরী করতে হবে। আমি ঠিক করলাম গত হিস্ট্রি ক্লাসে যে করেছিলাম 'Woman in a Third World Country' সেটাকেই ঘষে মেজে আবার চালিয়ে দেব। সেটাতে অবশ্য আমি অনেক গোজামিল দিয়েছিলাম। গরু রচনা লিখতে বল্লে যে নাকি তা পারেনা, সে যেমন গরুকে কায়দা করে নদীর পাড়ে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে নদী রচনা লেখে, আমিও তেমনি করে প্রথম বেশ অনেকটা সময় পার করেছিলাম বাংলাদেশের হিস্ট্রি, শাড়ী, গহনা, সুখাদ্য, আর কালচারের গালগপ্পে। তবে হিস্ট্রি ক্লাস বলে পার পেয়েছি এবার তা হবার নয়। এটা হচ্ছে গিয়ে ইনটার কালচারাল ক্লাস, আর টিচারটি মহা সেয়ানা। আমি প্রোপজাল পেপার সাবমিট করার পর তিনি বলেই দিলেন যে এটা মূলত কালচারাল প্রজেক্ট হয়ে যাচ্ছে যা নাকি আমার অন্য একটি অ্যাসাইনমেন্টে এই ক্লাসেই করতে হবে। অতএব আমাকে আবার রিসার্চ করা শুরু করতে হল। পয়ঁতাল্লিশ মিনিট থেকে একঘন্টার একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরী করা তো আমার মত গাধার পক্ষে অত সহজ নয়। করি করছি করে সময় পার হতে লাগল। যখন দিন ঘনিয়ে এল জমা দেবার, আমি তাড়াহুড়ো করতে লাগলাম। ইনটারনেট ঘেটে তথ্য খুজতে লাগলাম। প্রাইমারী রিসার্চ হিসেবে আমার নানুকে দিয়ে শুরু করে, আমার মেয়েতে এসে ঠেকেছি। অবশ্য আমার নানুর কোন ছবি আমার কাছে না থাকায় আমার নানী শ্বাশুড়ির ছবি দিয়েছি। কে জানতে যাচ্ছে যে উনিই আমার নানু কিনা! যোগ করেছি বেগম রোকেয়া, নুরুননেসা চৌধুরী, আর তসলিমা নাসরীন কে। চমৎকার এগোচ্ছিল.....

বাংলাদেশের নারীদের, বিশেষতঃ গ্রামের নারীদের অবস্থা পড়ে আমার বুকে চাপ ব্যথা করতে লাগল। এসিড নিক্ষেপ, যৌতুকের জন্য হত্যা, পুড়িয়ে মারা, একটি শাড়ীর বদলে বন্ধাকরণ, বলৎকার, নারী পাচার, গারমেন্টসে ম্যাটারনিটি লিভ না দেয়া ..... কত পড়ব? আমি কি এসব জানতাম না কখনও? জানতাম। আমার আত্মার বন্ধু বেনুর যে ভয়াবহ কষ্ট, তা কি এদের কারও চেয়ে কম? আমি তো তা গত এক দশকেরও বেশী সময় ধরে জানি। কি করেছি? কি করতে পেরেছি

ওর জন্য? একটি অজগ্রামের আসহায় মেয়ে যা করে, কেবল তাই করেছি, কেঁদেছি। আমি বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত এই দেশটিতে বসে স্বাধীনতার ছড়াছড়ি দেখেছি আর আকুল হয়ে কেঁদেছি। আমার বিশ্বাস যে একটি নারীকেও যদি মুক্তি দিতে পারতাম তার যন্ত্রণা থেকে, তবে হয়ত এই মানুষ জন্মের, নারী জন্মের একটি সার্থকতা থাকত। কিন্তু আমার হাত পা বাধা অদৃশ্য এক বাঁধনে।

আমার স্বামী অতি সজ্জন ভালমানুষ, কিন্তু তার বিশ্বাস যে ঝামেলা নেবার মত ক্ষমতা আমাদের নেই। তার কাছে যা ঝামেলা, আমার কাছে তা মানুষ হিসেবে দায়িত্ব। আগে আমি বেনুর কষ্ট শুনলে বিষন্নতায় নীল হয়ে যেতাম, মন চাইত কিছু করি। একসময় বুঝলাম আমার কিছুই করার ক্ষমতা নেই, শুধু কষ্ট পাওয়া ছাড়া। আমি জানা বন্ধ করে দিলাম। বেনু এবং আরও অত্যাচারীত নারীরা কি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হল? সম্ভবত। তারা হয়ত ভাবল আমি স্বার্থপরের মত ওদেরকে ছেঁটে ফেললাম। আমি আসলে এখনও আমাকে মানসিকভাবে সুস্থির রাখার চেষ্টা করছি। আমাকে যে একটি হলেও কাউকে সুযোগ দিতে হবে পৃথিবীতে মানুষের মত বাচাঁর। তারই প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। মানুষ করছি আমার মেয়েকে। ওকে নারী পুরুষের উর্ধ্বে 'মানুষ' করার উদ্দেশ্যে আমার দিন যায়, এ আমার মানুষ জন্মের ঋণ শোধের প্রয়াস।

কান্না পেলে অনেক কাঁদি, সাইনাসের ব্যথা শুরু হয়, ওষুধ খাই, তবুও রিসার্চ করি বাংলাদেশী নারীদের দুঃখ কষ্ট। আমার পুরনো ক্ষত নতুন করে রক্ত ঝরায়। আমি থামি না। উকিঁ দিয়ে আমার মেয়ের ঘরে ওর ঘন কালো, গভীর, ও বুদ্ধিজ্জল চোখদুটো দেখে আমি সারা বাংলাদেশকে দেখি, বাংলাদেশের ভবিষ্যত দেখি, সেই সাথে দেখি মেয়েদের মুক্তি। এগিয়ে চলে 'Woman in a Third World Country' -র পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের কাজ।
অক্টোবর ৪, ২০০৪

স্বাতী আহমেদ
ফিনিক্স থেকে